সংবাদ

তারিখ ... 06 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ......

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু, গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার

প্রমাণ মিলেছে ২১ জালিয়াতির

প্রতিনিধি, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

গত শিক্ষাবর্ষের রেকর্ড সংখ্যক ভর্তি জালিয়াতির তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়েরর ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক ১ম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা। গতকাল সকাল দশটায় থেকে কলা অনুষদভুক্ত এ' ইউনিটের ১ম শিফটের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই ভর্তি পরীক্ষা চলবে আগামী ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ৭ ডিসেম্বর তিন শিফটে বি' ইউনিট, ৮ ডিসেম্বর দুই শিফটে সি' ইউনিট ও এক শিফটে এফ' ইউনিট এবং ১০ ডিসেম্বর দুই শিফটে ডি' ইউনিট ও দুই শিফটে ই' ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ বছর ছয়টি অনুষদের ২১ বিভাগের ১২০০ আসনের বিপরীতে ৫৪ হাজার ২৯২ শিক্ষার্থী জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এদিকে ভর্তি পরীক্ষায় বিগত বছরের মতো এবারও কয়েকটি জালিয়াত চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে। গত বছরের মতো ভুয়া প্রশ্নপত্র বিক্রি, গোপনে ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহার ও প্রক্সির মাধ্যমে জালিয়াতি করতে সরব হয়ে উঠেছে এসব চক্র। ইতোমধ্যে গত ৩০ নভেম্বর রাতে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন সর্দারপাড়ার কয়েকটি ছাত্রাবাসে ভুয়া প্রশ্নপত্র বিক্রির চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। জালিয়াতদের ধরতে গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে সাদা পোশাকে অভিযান চালাচ্ছে ডিবি পুলিশের কয়েকটি টিম। তবে ভর্তি পরীক্ষা চলাকালীন যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ও জালিয়াতি ঠেকাতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশের পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ আদালত কাজ করবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর (চলতি দায়িত্ব) শাহীনুর রহমান। তিনি বলেন, ভর্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ৫ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্যাম্পাসে সর্বসাধারণের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এ সময় শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং গণমাধ্যম কর্মীরা প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে ক্যাম্পাসে প্রবেশ ও অবস্থান করতে পারবে।প্রমাণ মিলেছে ২১ জালিয়াতির অন্যদিকে গত মে মাসে অনুষ্ঠিত ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে গঠিত তদন্ত কমিটি গত ৩০ নভেম্বর তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। ওই প্রতিবেদনে অভিযুক্ত ২১ শিক্ষার্থীর সকলেরই জালিয়াতির সাথে সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, অভিযুক্ত ২১ শিক্ষার্থীর কেউই ভর্তি হতে পারেনি। এদিকে গত শিক্ষাবর্ষের ভর্তি জালিয়াতির সাথে যুক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এ বছরও ভর্তি কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কয়েকজন শিক্ষক। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, জালিয়াতদের ভর্তি কার্যক্রমে সুযোগ দেয়ায় আমি ভর্তি সংক্রান্ত সকল কাজে অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ভর্তি পরীক্ষার সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. একে এম নুর উন নবী বলেন, প্রথমবারের মতো আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই সকল পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ। তিনি সফলভাবে ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।